নির্বাচনী ক্যাম্পের নামে জমি দখল

রিপোর্ট : **আসাদুর রহমান**
ও **নোমান মোহাম্মদ**
ছবি : **আনোয়ার মজুমদার**

নির্বাচনপূর্ব চারদলীয় জোটের অঙ্গীকার ছিল সন্ত্রাস ও দুর্নীতি রোধ করা। আওয়ামী লীগের দুঃশাসন থেকে মুক্তি পেতে জনগণ বিএনপি'র নেতৃত্বাধীন জোটকে ভোট দিয়েছিল। রেকর্ড সংখ্যক আসন নিয়ে চারদল সরকার গঠন করেছে। ব্যস এ পর্যন্তই। নির্বাচনের পর থেকেই জাতীয়তাবাদীদের কাজকর্ম আরেকটি দুঃশাসনেরই ইঙ্গিত দিচ্ছে। আওয়ামী লীগের মতই বিএনপি'র কর্মীরাও নেমেছে দখলের প্রতিযোগিতায়। বিষয়টা এমন যেনো 'ও' খেয়েছে 'আমি' খাবো না কেন? এই 'খাই খাই'র তালিকায় সংখ্যালঘুদের বাড়ি-ঘর, জমিজমা, ফুটপাত বাসস্ট্যান্ড থেকে শুরু করে পাবলিক টয়লেট পর্যন্ত সব আছে। এর মধ্যে সম্ভবত সবচেয়ে উপাদেয় সরকারের জমি। খাস জমি বা সরকারের জমি দখলের উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে বিএনপি'র নির্বাচনী ক্যাম্পগুলো। এই ক্যাম্পের জায়গাগুলো ধীরে ধীরে দখল হয়ে যাচ্ছে।

ঢাকা মহানগরীর ৮টি আসনে ওয়ার্ড সংখ্যা ১০০। নির্বাচন কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী ওয়ার্ডে ১টি করে নির্বাচনী ক্যাম্প করতে পারবে। বাস্তবে কত ক্যাম্প করা হয়েছিল সে হিসাব পাওয়া না গেলেও এই সংখ্যা কয়েক হাজার ছিল বলে জানা গেছে। নির্বাচনের পর দলের নেতাকর্মীরা ক্যাম্প সরিয়ে ফেলবে এটাই স্বাভাবিক। বেশির ভাগ রাজনৈতিক দল তাদের ক্যাম্প ভেঙে ফেললেও সরকারি দলের কর্মীরা তাদের ক্যাম্প সরিয়ে নেয়নি। নির্বাচনের পর প্রায় ৩ সপ্তাহ পার হয়ে গেলেও তারা শহরের অধিকাংশ ক্যাম্পে তাদের দখলদারিত্ব বজায় রেখেছে। চালাচ্ছে স্থায়ী পার্টি অফিস গড়ে তোলার নামে ঐ জায়গার স্থায়ী দখলের পাঁয়তারা। অন্যদিকে সিটি কর্পোরেশনেরও সাহস পাচ্ছে না সরকারি দলের নির্বাচনী ক্যাম্প ভেঙে দেয়ায়।

মিরপুর ৬ নম্বর 'ট' ব্লকের সম্মুখে তৈরি হয়েছিল বিএনপির নির্বাচনী অস্থায়ী কার্যালয়। এটিকে স্থায়ী পার্টি অফিসে পরিণত করতে চাচ্ছে স্থানীয় বিএনপি নেতৃবৃন্দ। ৬ নং ওয়ার্ডের বিএনপি'র প্রধান সমন্বয়কারী ফয়েজ আহমেদ চৌধুরী স্থায়ী অফিসের যৌক্তিকতা তুলে ধরতে গিয়ে বলেন, গত ৫ বছরে এলাকায় তাদের কোনো অফিস ছিল না। তাই এবারের নির্বাচনী কাজে ব্যবহৃত অফিসটি তারা স্থায়ীভাবে রেখে দিতে আগ্রহী। সরকারি জায়গায় অবস্থিত দলীয় কার্যালয় গড়ে তুলতে তারা সরকারের কাছে আবেদন করবেন বলে জানান। শুধু এতেই ক্ষান্ত হয়নি মিরপুর এলাকার বিএনপি নেতৃবৃন্দ। নির্বাচনের পরদিন ৫ নং ওয়ার্ডের ১১ডি, ৯/৩২ পল্লবীতে যুবদল কর্মীরা তাদের ব্যানারে সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে দখল করে নেয় রাস্তার পার্শ্ববর্তী খালি জমি। এ বিষয়ে ৫ নং ওয়ার্ডের বিএনপি সভাপতি রেজাউল করিমের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বিষয়টি অস্বীকার করেন। সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার জন্য স্বার্থান্বেষী মহল এ কাজ করেছে বলে তিনি মনে করেন। তিনি জানান, এ ব্যাপারে স্থানীয় থানা এবং সাংসদকে দলের পক্ষ থেকে অবহিত করা হয়েছে। কিন্তু এখন পর্যন্তও তারা কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। অর্থাৎ ঐ জায়গা দখল হয়ে গেছে। এ জায়গা মুক্ত হবার সম্ভাবনা শতকরা শূন্যভাগ। বিপক্ষদলীয় সন্ত্রাসীদের টার্গেটে পরিণত হতে চান না বলেই দলের পক্ষ থেকে ক্যাম্পগুলো ভেঙে ফেলতে তিনি কোনো পদক্ষেপ নিতে পারছেন না বলে জানান। বাস্তবতা হচ্ছে ঐ সাইনবোর্ড যুবদলের কর্মীরাই টানিয়েছে এটা তিনি যেমন জানেন, এলাকাবাসীও জানে। ক্যাম্প তিনি সরানোর উদ্যোগ নেবেন না, বিপক্ষকে দোষ দেবেন এটাই দখলের রাজনীতি। বাংলাদেশ 'জাতীয়তাবাদী রিকশা শ্রমিক দল' নামের সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে দখল করা হয়েছে ঢাকার ৫৭ নং ওয়ার্ডের ফুটপাত। একইভাবে কলাবাগান স্টাফ কোয়ার্টারে খেলার মাঠের বিশাল জায়গা দখল করা হয়েছে বিএনপি'র নির্বাচনী অফিসের নামে। এলাকার সন্ত্রাসীদের সান্ধ্য আড্ডাস্থলে পরিণত হয়েছে এই অফিস। এরা কোন দলের এটা বলার অপেক্ষা রাখে না। কলাবাগান এলাকার এক ব্যক্তি জানালেন,

আগে আওয়ামী লীগ যা করেছে এখন বিএনপি তাই করছে, এই তো। কোতোয়ালী থানা এলাকায় নির্বাচনী ক্যাম্প ও সাইনবোর্ডের মাধ্যমে সরকারি জমি দখলের বিষয়ে থানা ছাত্রদল সভাপতি ইসহাক সরকারের কাছে জানতে চাওয়া হয়। তিনি সাপ্তাহিক ২০০০কে জানান, কিছু কিছু জায়গায় সরকারি জমি দখল করা হয়েছে এবং হচ্ছে। কিন্তু এর জন্য দলের নবাগতরাই দায়ী। নির্বাচনে জয়লাভের পর যারা বিএনপিতে ভিড়েছেন তারাই দলের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করতে এসব কাজ করছে। তিনি বলেন, স্থানীয় সাংসদ সাদেক হোসেন খোকা এ বিষয়ে অনমনীয়। কঠোর পদক্ষেপ নেবার জন্য দলীয় নেতা-কর্মীদের নির্দেশ দিয়েছেন।

জাতীয় স্টেডিয়ামের সামনে ৩৬ নং ওয়ার্ডের বিএনপি'র কার্যালয়। টিন-বাঁশ দিয়ে গড়া অস্থায়ী কার্যালয়টি এখন স্থায়ী হবার অপেক্ষায়। উত্তর শাহজাহানপুরের বিএনপি'র নির্বাচনী কার্যালয়টি নির্বাচনের অর্ধ মাস পরেও রয়েছে সরগরম। সন্ধ্যা থেকে দীর্ঘ রাত পর্যন্ত এখানে চলে বিএনপি কর্মীদের আড্ডা।

শুধু সরকারি জমিই নয়, দখলের কার্যক্রম চলছে স্বায়ত্তশাষিত প্রতিষ্ঠান আর ব্যক্তিমালিকানাধীন জমির ওপরও। মতিঝিলে বাংলাদেশ 'শিপিং কর্পোরেশনের' নিজস্ব জায়গা বেদখল হবার উপক্রম হয়েছে। এই জায়গায় বাংলাদেশ 'জাতীয়তাবাদী মুক্তিযুদ্ধের প্রজন্ম', মতিঝিল থানা কমিটির নামে সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে। এখানকার বিএনপি'র নির্বাচনী ক্যাম্পের মাধ্যমে শিপিং কর্পোরেশনের জায়গা দখলের প্রাথমিক কাজটুকু হয়েছে।

এই প্রতিবেদক ১৯ অক্টোবর ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে বিএনপি'র অসংখ্য নির্বাচনী ক্যাম্প দেখতে পান। নির্বাচনী ক্যাম্প ছাড়াও বিএনপি'র ও তার অঙ্গসংগঠনের নামে রাস্তার পাশের খালি জায়গা, ফুটপাত, ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের খালি জায়গায় ঝোলানো হয়েছে সাইনবোর্ড। এই সাইনবোর্ডগুলো নির্বাচনের পরদিন থেকে লাগানো শুরু হয় বলে জানিয়েছে এলাকাবাসী। জানা গেছে সাইনবোর্ডগুলো লাগানো হয় গভীর রাতে। অধিকাংশ এলাকার বিএনপি নেতৃবৃন্দ সাপ্তাহিক ২০০০-এর কাছে সাইনবোর্ড টানানোর বিষয়টি অস্বীকার করেছেন। সরেজমিন ঘুরে দেখা গেছে, নির্বাচনী ক্যাম্পগুলোর কয়েকটিতে ঝুলছে তালা। ক্যাম্প কবে সরিয়ে নেয়া হবে, আদৌ সরিয়ে নেয়া হবে কিনা কেউ জানে না। দলখদারিত্বের সঙ্গে জড়িতদের স্থানীয় বিএনপি, প্রশাসন, সবাই চেনে। কিন্তু জিজ্ঞেস করলে প্রকৃত ব্যক্তির সন্ধান কেউ দেয় না। কারণ এসব দখলদারিত্বের সঙ্গে পাতিনেতা, সন্ত্রাসী থেকে শুরু করে অনেক ওপরের ব্যক্তি পর্যন্ত জড়িত। বিএনপি'র নির্বাচনী অঙ্গীকার ছিলো দখল-দারিত্বের বিপক্ষে। ক্ষমতায় যাওয়ার পর তারা যদি প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে না পারে, তার ফল তারা নিশ্চয়ই পাবেন। জনগণ কখনও ভুল সিদ্ধান্ত নেয় না। বিগত নির্বাচনই তার প্রমাণ। দেশবাসী প্রত্যাশা করে বিএনপি সরকার তার কর্মী-সমর্থকদের লাগাম টেনে ধরবে। নির্বাচনের সময়কার ক্যাম্পগুলো সরিয়ে নেবে।

এ বিষয়ে সিটি কর্পোরেশনের প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা ফজলে এলাহী ২০০০কে জানান, উচ্ছেদ অভিযানের অংশ হিসেবে তারা কিছুদিনের মধ্যে নির্বাচনী ক্যাম্প ভেঙে ফেলার কার্যক্রম শুরু করবেন। বিষয়টি সিটি কর্পোরেশনের নজরে আছে। পুলিশ প্রাপ্তির সমস্যার জন্য সিটি কর্পোরেশন উচ্ছেদ কার্যক্রম শুরু করতে পারছে না বলে তিনি জানান।

১ *মিরপুর ৬ নম্বর এলাকায় বিএনপির নির্বাচনী ক্যাম্পটি এখনও দাঁড়িয়ে আছে বহাল তবিয়তে*

২ *সূত্রাপুর এলাকায় বাঁশ, টিনের ক্যাম্পটি এখনও ভাঙা হয়নি*

৩ *ক্যাম্প স্থাপনের নামে কাঁটাবনে জাতীয়তাবাদী রিকশা শ্রমিকদের ফুটপাত দখলের প্রস্তুতি চলছে*